যুগান্তর

তারিখ 18 MAY 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কওমি মাদ্রাসায় শিক্ষার পরিবেশ ফেরাতে হয়রানি বন্ধ করুন

বেফাক মহাসচিব

যুগান্তর রিপোর্ট

কেন্দ্রীয় পরীক্ষাকে সামনে রেখে ছাত্র-শিক্ষকদের হয়রানি বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের মহাসচিব মাওলানা আবদুল জাব্বার। তিনি বলেন, বৃহত্তর মহাসমাবেশের কারণে বেফাকের ইসলামের কর্মসূচিতে বিশৃঙ্খলাকে কেন্দ্র করে কওমি মাদ্রাসার লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। অথচ বেফাকের ইসলামের কর্মসূচি ছিল সম্পূর্ণ অহিংস, দুরাজনৈতিক এবং শান্তিপূর্ণ। শুক্রবার এক বিবৃতিতে মাওলানা আবদুল জাব্বার আরও বলেন, কওমি মাদ্রাসার কোন ছাত্র-শিক্ষক খুন, ধর্ষণ, চুরি, দুর্নীতি, ছিনতাই মারামারি ও সন্ত্রাসের মত ঘৃণ্য কোন কাজে কখনোই জড়িত হয়নি। ভবিষ্যতেও হবে না। বেফাকের কর্মসূচির সঙ্গে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কোন সম্পর্ক নেই। পুলিশি হয়রানিসহ নানা কারণে আগামী ১১ জুন কওমি মাদ্রাসার কেন্দ্রীয় পরীক্ষা নিয়ে শংকা ও সংশয় প্রকাশ করে মাওলানা জাব্বার বলেন, দেশের কওমি মাদ্রাসাগুলোতে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। বিভিন্ন কওমি মাদ্রাসার ফেসবুক আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয় দিয়ে হুমকি-ধমকি দেয়া হচ্ছে। যার কারণে মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকরা প্রেতাত্মার আতঙ্কে প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে আত্মগোপনে আছে। এ অবস্থা বিরাজ করলে আগামী ১১ জুন থেকে কেন্দ্রীয় পরীক্ষা নেয়া কঠিন হয়ে পড়বে। তিনি বলেন, নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা শেষ করা না গেলে আগামীতে মাদ্রাসায় ভর্তি হতে পারবে না। ফলে এসব ছাত্র লেখাপড়া ছেড়ে অসামাজিক ও অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। মাওলানা জাব্বার আরও বলেন, কওমি মাদ্রাসার ছাত্ররা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে। ষড়যন্ত্রকারীরা এক দিন তাদের ভুল বুঝতে পারবে এবং অনুতপ্ত হবে। তিনি কওমি মাদ্রাসায় লেখাপড়ার পরিবেশ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান। বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের (বেফাক) মহাসচিব মাওলানা আবদুল জাব্বার বলেন, কওমি মাদ্রাসা মধ্যে হাফেজে কোরআন, আলেম, মুফতি ও মুহাদ্দিস তথা ইসলামী ব্যক্তিত্ব তৈরির প্রতিষ্ঠান। এসব ইসলামী ব্যক্তিরাই সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা আনতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।